ইউনিট ৩

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)–এর আবির্ভাবের সময় আরবসহ সমগ্র পৃথিবী ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষ আল্লাহর বিধান ও সত্য ধর্মের বাণী ভুলে গিয়েছিল। মিথ্যা, কুসংস্কার ও পাপাচারে ডুবে গিয়েছিল বিশ্বমানবতা। অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, বঞ্চনা, বর্বরতা ও মানবতা বিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপে ছেয়ে গিয়েছিল সমস্ত সমাজ ও সভ্যতা। মানবতার এ চরম দুর্দিনে আরবের মক্কা নগরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স) কে পাঠালেন বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও শান্তির দূত হিসেবে। তিনি পথহারা, মানবজাতিকে সত্য, ন্যায় এবং মুক্তির পথ দেখালেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমগ্র জীবনই ছিল অত্যন্ত পূত-পবিত্র ও মানব কল্যাণ চিন্তায় পরিপূর্ণ। জন্ম থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত ৪০ বছর এবং নবুওয়াত লাভের পর থেকে মদিনায় হিজরত পর্যন্ত ১৩ বছর মোট ৫৩ বছর- এর জীবনকে তাঁর মক্কা জীবন বলে ভাগ করা হয়। তাঁর প্রাক-নবুওয়াত জীবনের প্রতিটি তৎপরতায়ও লক্ষ করা গেছে মহোত্তম আদর্শের ছাপ। নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে আল-আমীন বা সর্বোত্তম বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নবুওয়াত লাভের পর থেকে স্বজাতির স্বার্থবাদী লোকেরা তাঁর বিরোধীতা শুরু করে। নানা নিপীড়ন, উৎপীড়ন ও অত্যাচারে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কষ্ট দিত। মক্কাবাসীরা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলে তাঁর ও তাঁর সত্যাশ্রয়ী সাথীদের জীবন। বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বদেশ ছেড়ে হিজরাত করে চলে যেতে হয় মদিনায়।

হযরত মুহম্মদ (স)-এর বংশ তালিকা

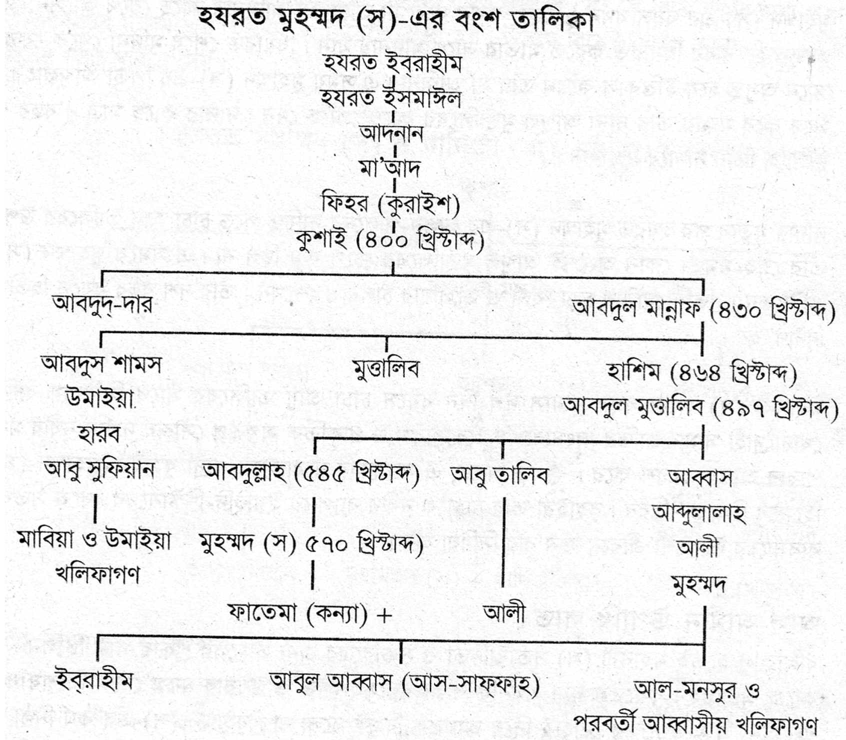

পাঠ ১ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাক নবুওয়াত জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট হিজরি ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের মক্কা নগরে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। মুহাম্মদ (স)-এর ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহর। তিনি কুরাইশ নামেও অভিহিত হতেন। এ কারণে তাঁর বংশধরগণ কুরাইশ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

মহানবী (স) জন্মের পর প্রথম সাতদিন নিজ মাতার দুধ পান করেন। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী তাঁকে ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমে আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার দুধ পান করেন আট দিন। এরপর তায়েফের বনু সা'আদ বংশীয় বিবি হালিমা-এর কাছে মুহাম্মদ (স)-এর লালন-পালনের ভার অর্পিত হয়। তিনি সেখানে ৬ বছর পর্যন্ত হালিমার এক পুত্র ও তিন কন্যার সাথে বেশ আনন্দে কাটান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন।

বিবি হালিমার কোলে থাকা অবস্থায় শিশু মুহাম্মদ (স) -এর বয়স যখন মাত্র চার বছর, সে সময়ে দুজন ফেরেশতা এসে তাঁর 'সিনা-শাক' করে নবুওয়াত লাভের উপযোগী করে তোলেন।
মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন ৬ বছর, তখন ধাত্রী মা তাঁকে মা আমিনার কাছে রেখে আসেন। অতঃপর মক্কা থেকে পিতা আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত করতে মাতার সাথে মদিনায় যান। যিয়ারত শেষে মদিনা থেকে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন তাঁর মা আমিনা। এ সময় মুহাম্মদ (স)-এর পিতা আব্দুল্লাহর দাসী উম্মে আইমন তাঁকে সঙ্গে করে মক্কায় তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছে দেন। দাদার কাছে মাত্র দু'বছর লালন-পালনের পর ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দাদাকেও হারান।

দাদার মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে চাচা আবু তালিবের উপর। মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা কোন অংশেই আব্দুল মুত্তালিবের চেয়ে কম ছিল না। এ সময়ে মুহাম্মদ (স) মাঠে মেষ চড়িয়ে সময় কাটাতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়া, বর্শা ও তলোয়ার চালনাও শেখেন। তাঁর দশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার 'সিনা-শাক' বা 'বক্ষ বিদীর্ণ' হয়।

মহানবী (স) বারো বছর দু'মাস দশ দিন বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যান। এ পরিভ্রমণে খোদাদ্রোহী সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অবলোকন ও প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে নবীর মন এক পরম সত্তার সান্নিধ্য পাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। কথিত আছে, এ সময়কার যাত্রাকালে পাদ্রী বুহাইরা মুহাম্মদ (স)-কে প্রতিশ্রুত শেষ নবী হিসেবে চিনতে পারেন। বুহাইরা তার চাচাকে নবীর ব্যাপারে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে সতর্ক করে দেন। মুহাম্মদ (স) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জীবনে তিন বার সিরিয়া যান।

আল-আমীন উপাধি লাভ

বাল্যকাল হতেই মহানবী (স) সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রের জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি কখনো অন্যায় কোন কাজে অংশগ্রহণ করতেন না। এমনকি বাল্য বয়সেই লাত ও উযযার নামে কোন বিশেষ কাজ করার কথা হলে তিনি বলতেন, এ মূর্তিগুলোর দোহাই দিয়ে আমাকে কিছুই বলো না। মুহাম্মদ (স)-এর কর্ম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা, বিনম্রতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যরা তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেন। অবস্থা এমন হলো যে, মুহাম্মদ নামটি চাপা পড়ে গেল। আর 'আল-আমীন' উপাধিই বেশি পরিচিতি লাভ করলো।

হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ

মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন ১৪ বছর তখন 'উকায মেলায়' জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মক্কার কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। পরে এ কলহই রক্তক্ষয়ী ভীষণ যুদ্ধে পরিণত হয়। একটানা এ যুদ্ধ পাঁচ বছর পর্যন্ত চলে। মুহাম্মদ (স) কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তবে পিতৃব্যকে তীর কুড়িয়ে দিতেন। এ যুদ্ধে হাজার হাজার লোক নিহত হয়। যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসগুলোতে (আশহুরুল হুরুম) এ যুদ্ধ চলছিল। তাই একে 'হারবুল ফুজ্জার' বা পাপীদের যুদ্ধ বলা হয়।

হিলফুল ফুযুল গঠন

ফুজ্জার যুদ্ধের বীভৎসতা ও সহিংসতা দেখে কিশোর মুহাম্মদ (স)-এর মন বড়ই ব্যথিত হয়। আর্ত, পীড়িত, ব্যথিত-অত্যাচারিতকে রক্ষার জন্য এবং আরব দেশে শান্তি স্থাপন করতে কতিপয় শান্তি-প্রিয় যুবকদের নিয়ে তিনি 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সংস্থার ৫টি কর্মসূচি ছিল-

(ক) নিঃস্ব অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা,
(খ) অত্যাচারিতকে সাহায্য করা,
(গ) অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া,
(ঘ) শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং
(ঙ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।

বিয়ে

আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের সম্পদশালী মহিলা বিবি খাদিজার মালামাল নিয়ে হযরত (স) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান এবং প্রভূত মুনাফা করে ফিরেন। খাদিজা (রা) তাঁর কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ও অনুপম চরিত্রে মুগ্ধ হন। অতপর ৫৯৫ খ্রিঃ চল্লিশ বছর বয়সের খাদিজা (রা) পঁচিশ বছরের যুবক মুহাম্মদ (স) কে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (স) অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে এ বিয়েতে রাজী হন। উভয়ে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

হযরত মুহাম্মদ (স) ও খাদিজা (রা)-এর মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক

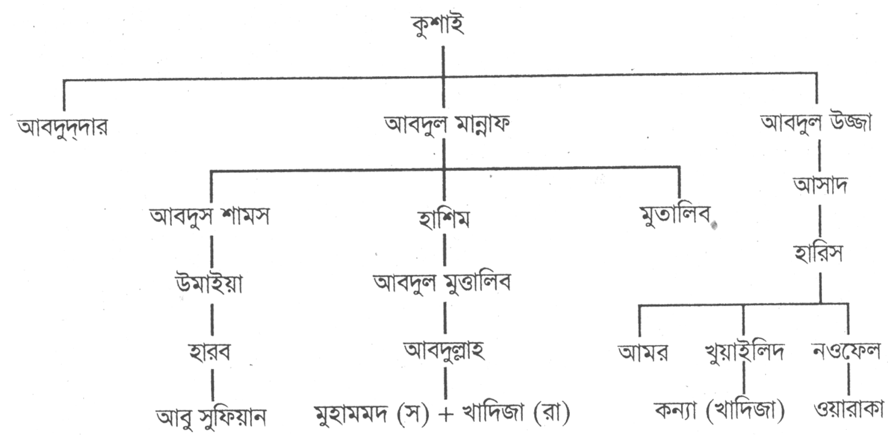

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

মুহাম্মদের (স) আবির্ভাবের পূর্বে কা'বা শরীফের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এমনকি বৃষ্টি পড়লেই এর অভ্যন্তরে পানি ঢুকে পড়তো। দীর্ঘদিন পর ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ নবীজীর ৩৫ বছর বয়সের সময় কা'বা ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়। পুনঃনির্মাণ কাজ শেষ হলে 'হাজরে আসওয়াদ' কে স্থাপন করবে এ নিয়ে বিরাট মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করে আরবদের মধ্যে অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে জাতিকে রক্ষা করেন।

খাদিজার (রা) সাথে বিয়ের পর হতে মুহাম্মদ (স) অভাব ও দৈন্যদশা হতে মুক্ত হন। এসময় তিনি অধিকতর ধ্যানমগ্নতায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। দীর্ঘ দিন মক্কার অনতিদূরে হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকেন।

সার-সংক্ষেপ
হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ, মাতা আমিনা এবং দাদা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। জন্মের আগেই পিতা মারা যান। প্রথা অনুযায়ী দুধ পান করেন বিবি হালিমার এবং তাঁর কাছে ৬ বছর পর্যন্ত কাটান। তাঁর ছয় বছর বয়সে মাতা এবং আট বছর বয়সে দাদা মারা যান। চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সত্যবাদিতা ও অনুপম চরিত্রের জন্য সকলের কাছে আল-আমিন (বিশ্বস্ত) খেতাব পান। 'হারবুল ফুজ্জার'-এর বিভীষিকা দেখে তাঁর মন কেঁদে উঠে। পরে তিনি সমবয়সী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে সেবামূলক সংগঠন গড়ে তোলেন। ৪০ বছর বয়সী ধনাঢ্য মহিলা বিবি খাদিজা তাঁর চারিত্রিক গুনে মুগএয় বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি ২৫ বছর বয়সের যুবক হয়েও অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এ বিয়েতে রাজী হন। খাদিজার (রা) সাথে বিয়ে হওয়ার ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি এ সময় মানুষের মুক্তির চিন্তায় হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) জন্ম গ্রহণ করেন-
ক. কুরাইশ বংশে খ. উমাইয়া গোত্রে
গ. কায়েস গোত্রে ঘ. আউস বংশে।

২. হযরত মুহাম্মদ (স) কে লালন-পালন করেন-
ক. পিতা মাতা খ. দুধ মাতা
গ. দাদা আবদুল মুত্তালিব ঘ. চাচা আবু তালিব।

৩. চাচা আবু তালিবের সাথে হযরত (স) বাণিজ্যে যান-
ক. মিসরে খ. তায়েফে
গ. সিরিয়ায় ঘ. মদিনায়

৪. পাপীদের যুদ্ধ বলা হয়-
ক. হারবুল ফুজ্জারকে খ. বসুসের যুদ্ধকে
গ. উষ্ট্রের যুদ্ধকে ঘ. খন্দকের যুদ্ধকে

৫. হিলফুল ফুযুলের মোট কর্মসূচি ছিল-
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ১০টি ঘ. ৩টি

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রাথমিক জীবন বর্ণনা করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন 'আল-আমীন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।
৩. হারবুল ফুজ্জার সম্পর্কে লিখুন।
৪. হিলফুল ফুযুল কি? এর কি কি কর্মসূচি ছিল?
৫. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে খাদিজা (রা) এর কিভাবে বিয়ে হয়েছিল, বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবুওয়াত কি, সে সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

নবুওয়াত কি?

আল্লাহর বিধান ওহী আকারে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমকে নবুওয়াত বা রিসালাত বলে। মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে আল্লাহ্ যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূলকে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে প্রথম নবুওয়াতের দায়িত্বে মনোনীত হয়েছিলেন প্রথম মানুষ ও নবী- হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)। এ দুজনের মাঝে যুগে যুগে পথ ভোলা মানুষের হেদায়াতের জন্য আরও বহু নবী-রাসূল এসেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত লাভ

হযরত মুহাম্মদ (স) হেরা গুহার নির্জনতায় বসে বিশ্বময় মানুষের মুক্তির চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। তাঁর এরূপ ভাবান্তর আরম্ভ হয় ৩৫ বছর বয়স থেকে। পারিবারিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সাথে সাথে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সমন্ধে চিন্তায় ব্যাকুল থাকতেন। পরবর্তী ১৫ বছর তিনি হেরা গুহায় ঐসব বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। এমতাবস্থায় ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র রমজান মাসের ২৭ তারিখে তিনি আল্লাহর নিকট হতে জিবরাইলের মারফত ঐশীবানী (ওহী) লাভ করেন। জিবরাইল (আ) আদেশ করেন, 'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল লাজি খালাক" পড়ুন, আপনার সৃষ্টিকর্তার নামে।" তিনি আল্লাহর ওহী উচ্চারণ করেন এবং তা তাঁর স্মৃতিফলকে গ্রথিত হয়ে যায়। এ অলৌকিক ঘটনায় তিনি বিহবল হয়ে পড়েন। এরূপে তিনি প্রথম আল্লাহর নবুওয়াত লাভ করেন।

চিত্র- ৩ ঃ হেরা পর্বত

বাড়িতে গিয়ে মহানবী (স) খাদিজাতুল কুবরা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও।" তখন তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করা হল, যতক্ষণ না তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন।

হযরত মুহম্মদ (স) হযরত খাদিজা (রা)-এর নিকট সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করলেন। খাদিজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে শান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা হিব্রু ভাষা জানতেন এবং

তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট পূর্বাপর সকল ঘটনা শুনে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'কুদ্দুসুন' (শুভ শুভ!) তিনি সেই 'নামুছুল আকবর'! তিনি সেই দূত (ফেরেশতা), যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) এভাবেই চল্লিশ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে রমযান কদরের রাতে নবুওয়াত লাভ করেন।

ওহী ঃ নবুওয়াত ও রিসালাতের সাথে ওহী শব্দ জড়িত। ওহী শব্দের অর্থ ইশারা ইঙ্গিত বা গোপনে কোন কথা বলা বা বাণী পাঠানো। পরিভাষায় আল্লাহর বাণী ত্বড়িত গতিতে নবী-রাসূলগণের কাছে পৌঁছানো কে বলা হয় ওহী। এটা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যোগাযোগ মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আল্লাহর বিধান ওহী আকারে নবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমকে বলে-
ক. নবুওয়াত বা রিসালাত খ. আখিরাত
গ. ওহী ঘ. তাওহীদ

২. সর্বযুগে মানুষের মহান শিক্ষক ছিলেন-
ক. সমাজপতিগণ খ. রাজা-বাদশাগণ
গ. নবী-রাসূলগণ ঘ. নবী আউলিয়াগণ।

৩. হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের মুক্তির চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন-
ক. সত্তর পাহাড়ের গুহায় খ. তুর পাহাড়ের গুহায়
গ. উহুদ পাহাড়ের গুহায় ঘ. হেরা পাহাড়ের গুহায়

৪. মুহাম্মদ (স) এর কাছে প্রথম অহী নিয়ে আসা ফেরেস্তা হচ্ছেন-
ক. হযরত মিকাইল খ. হযরত আজরাইল
গ. হযরত জিব্রাইল ঘ. হযরত ইসরাফিল

৫. সর্বপ্রথম কুরআনের যে কথা মুহাম্মদ (স) এর উপর অহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়-
ক. পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে
খ. লিখুন আপনার প্রভুর নামে
গ. বলুন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই
ঘ. বলুন, আপনি আল্লাহর রাসূল।

৬. হযরত মুহাম্মদ (স) অহী লাভ করেন-
ক. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল
খ. ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমযানের কদর রাতে
গ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ শাবান- বরাতের রাতে
ঘ. ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জিলহাজ্জ্ব আশুরার রাতে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবুওয়াত কাকে বলে? বুঝিয়ে লিখুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দিন।

পাঠ ৩ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচার ও নির্যাতন ভোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কায় ইসলাম প্রচার কিভাবে করেন, তার বিবরণ দিতে পারবেন
- মক্কায় ইসলাম প্রচারের পর্যায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- মক্কার কুরাইশরা তার উপর কেন নির্যাতন চালায় তা বলতে পারবেন।
- সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য হযরত মুহাম্মদকে কি প্রলোভন দেয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তাঁর শিষ্যদের উপর নির্যাতনের সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ইসলাম প্রচার

ওহী লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। তিনি সত্য প্রচারের জন্য আদিষ্ট হলেন- “হে আমার রাসূল! আপনার প্রভু আপনাকে যে সত্য দান করেছেন, তা প্রচার করুন।" (সূরা মায়িদাঃ ৬৭) তখন হতে রাসূল (স) সত্য প্রচার করতে লাগলেন। প্রথম তিন বছর গোপনে গোপনে প্রচার চালালেন, সর্ব প্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহধর্মিনী খাদিজা (রা)। তারপর তরুণদের মধ্যে চাচাত ভাই আলী (রা), মুক্ত গোলাম যায়েদ (রা) এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা)। আবু বকর ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। অল্প দিনের মধ্যেই হযরত উসমান, আব্দুর রহমান, সা'দ, যুবাইর, তালহা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলামের প্রচার চলতে থাকে। এসময় আরো কয়েক জন মনীষী ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ

গোপন প্রচারের প্রথম তিন বছর শেষ হবার পর চতুর্থ বছরের শুরুতেই প্রকাশ্য দাওয়াত দেবার আদেশ অবতীর্ণ হয়। সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম প্রচার লাভ করতে থাকে। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। এ সময় দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র ছিল ‘হযরত আরকামের' বাসভবন। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে আরবের অন্যতম বীরপুরুষ ‘হযরত উমর' ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি রাসূল (স) ও তাঁর সাথীদের নিয়ে কা'বা শরীফ চত্বরে এসে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন। অমুসলিমানরা এ ঘটনাকে কা'বা গৃহের অবমাননা হয়েছে বলে মনে করল। তারা ভীষণ গোলমাল বাঁধিয়ে দিল। এ ঘটনায় হযরত হারেছ ইবনে আবি মালা শহীদ হলেন। তিনি ইসলামের প্রথম শহীদ। তখন রাসূলের চাচা আবু তালেব এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

কুরাইশদের নির্যাতন

মক্কার কুরাইশরা ছিল কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। কা'বাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের বিরাট প্রভাব- প্রতিপত্তি। পৌত্তলিকতার সাথে তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, পৌরিহিত্য ও অর্থ উপার্জনের বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (স) প্রচারিত একত্ববাদের ধর্ম ইসলামকে মেনে নিতে পারল না। প্রথম পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (স) কে ধর্মদ্রোহী, পাগল, জাদুকর ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করতে লাগল। এতেও কোন কাজ না হওয়ায় তারা তাঁকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করল। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল এবং আবু জাহলের কন্যা হিন্দা নামাযরত অবস্থায় তাঁর মাথায় উটের পঁচা-গলিত নাড়ি-ভুঁড়ি ও আবর্জনা নিক্ষেপ করল। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আবু জাহল তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করল। হযরতের চাচা বীর সেনানী হামযা এ সংবাদ শুনে রেগে গেলেন। তিনি সোজা কা'বা ঘরে গিয়ে আবু জাহলকে শাস্তি দিয়ে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) অম্লান বদনে নানা অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন। তিনি সকল ভয়কে তুচ্ছ করে ইসলাম প্রচার করেই চললেন।

মুহাম্মদ (স) কে প্রলোভন

মক্কাবাসীগণ অত্যাচার নির্যাতনে কাজ হচ্ছে না দেখে এবার নিয়ে এল প্রলোভন। তাঁর চাচা আবু তালিবকে দিয়ে তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করল। এতে কোন কাজ হলো না দেখে এবার তারা প্রস্তাব নিয়ে এলো

আরবের রাজা বানিয়ে দেবে। অর্থ কড়ি জোগাড় করে আরবের সেরা ধনী বানিয়ে দেবে। আর যদি মুহাম্মদ (স) চায় তা হলে বিশ্বের সেরা সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করিয়ে দেবে। মোটকথা, তিনি যা চাইবেন, তাই দেয়া হবে। শুধু ইসলাম প্রচার থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) কে ইসলামের দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল। হযরত পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন- "তারা যদি এক হাতে আকাশের চাঁদ অন্য হাতে সূর্য এনেও দেয়, তবুও তিনি সত্যের আহবান থেকে পিছপা হবেন না।"

শিষ্যদের ওপর নির্যাতন

কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (স)কে সত্য প্রচার থেকে কোনভাবেই বিরত রাখতে না পেরে এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করল। কুরাইশগণ নব দীক্ষিত মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম নির্যাতন শুরু করল। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)কে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করল। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে চাটাইয়ে মুড়িয়ে নাকে মুখে ধোঁয়া দেয়া হল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কা'বা চত্বরে অমানুষিক মারপিট করা হল। সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হল মুসলিম দাস-দাসীগণ। ইয়াসার ও তাঁর স্ত্রী সুমাইয়াকে তাঁরা অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলল। মহিলাদের মধ্যে সুমাইয়া ছিলেন প্রথম শহীদ। হযরত বিলালকে তাঁর পাষণ্ড মনিব উমাইয়া তপ্ত বালুর অসহ্য উত্তাপে শুইয়ে বুকে বিরাট পাথর চাপা দিয়ে রাখত। বিলালের গলায় রশি লাগিয়ে ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে অলিতে-গলিতে টানা হেচড়া করত। হযরত খাব্বার (রা)কে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে রেখেছিল, ফলে তাঁর শরীর হতে গোশত-চর্বি গলে গলে পড়ত। এভাবে কুরাইশগণ অনেক নবদীক্ষিত মুসলমানকে নানা উপায়ে নির্যাতন চালাত। কাউকে পুড়িয়ে মারল, কাউকে অন্ধ করে দিল। সত্যপ্রিয় মুক্তি পিয়াসী আল্লাহর এ বান্দারা তাদের সকল অত্যাচার সহ্য করেও ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়নি বরং উত্তরোত্তর তাঁদের ঈমান আরো শক্ত হল। ইসলামের জয়যাত্রা বেড়েই চলতে লাগল।

সার-সংক্ষেপ
হযরত মুহাম্মদ (স) ওহী লাভের পর প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। চতুর্থ বছরের শুরু থেকে প্রকাশ্য প্রচারণার কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরেন। খুব কম সংখ্যক লোক তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। অধিকাংশ কুরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। কিন্তু সত্য সন্ধানী আল্লাহর বান্দাগণ সকল অত্যাচার সহ্য করে ইসলামের পথে চলতে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন-
ক. হযরত খাদিজা (রা)
খ. হযরত উমর (রা)
গ. হযরত বিলাল (রা)
ঘ. হযরত আবু বকর (রা)

২. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন-
ক. হযরত উমর (রা) খ. হযরত উসমান (রা)
গ. হযরত আলী (রা) ঘ. হযরত আবু বকর (রা)

৩. ইসলামের দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র ছিল-
ক. হযরতের গৃহ
খ. সাহাবী আরকামের বাসভবন
গ. আবু বকরের (রা) বাসভবন
ঘ. কা'বা শরীফ।

৪. ইসলামের প্রথম শহীদের নাম-
ক. হযরত হারেছ-ইবনে আবি মালা
খ. হযরত বিলাল (রা)
গ. হযরত খাব্বার (রা)
ঘ. হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ।

৫. মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হচ্ছেন-
ক. হযরত খাদিজা (রা) খ. হযরত আয়িশা (রা)
গ. হযরত সুমাইয়া ঘ. হযরত ফাতিমা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম তিন বছরের ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের বিবরণ দিন।
৩. কুরাইশরা কেন হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর নির্যাতন করেছিল?
৪. ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কি কি প্রলোভন দেখিয়ে ছিল।
৫. হযরত মুহাম্মদ (স) এর শিষ্যদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতনের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৪ হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশরা কেন বিরোধিতা করেছিল,তার বর্ণনা দিতে পারবেন
- কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইসলাম হল সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও একত্ববাদের ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এ সত্য সুন্দরের আহবনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশরা মেনে নিতে পারল না। তারা ইসলাম প্রচারে তীব্র বাধার সৃষ্টি করল। তাদের এ বিরোধিতার পেছনে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। যার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

ধর্মীয় কারণ

ইসলাম ধর্ম কবুল করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে সকল প্রকারের শিরক হতে মুক্ত করা। হযরত মুহাম্মদ (স) একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে আরববাসীকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন, তখন মূর্তিপূজক কুরাইশ সম্প্রদায় তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর ইসলাম প্রচারে বাধার সৃষ্টি করে।

পূর্ব পুরুষদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য

কুরাইশরা তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে লজ্জাবোধ করতো। তাদের ধারণা ছিল উত্তরাধিকারী সূত্রে তারা যে ধর্ম পেয়েছে, তাই সঠিক এবং এ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু রাসূল (স) প্রথমেই তাদের অসত্য ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হানেন। তাই তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কুরাইশদের বদ্ধমূল ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাস

কুরাইশদের বদ্ধমূল ধারণা ও বিশ্বাস ছিল মক্কা বা তায়েফের কোন নেতাই নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া অন্য কারো ওপর নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পিত হলে তা হবে নবুওয়াতেরই অবমাননা। আর মুহাম্মদ (স) তো একজন নিরীহ সত্যবাদী মাত্র। সুতরাং তিনি নবী হতে পারেন না। পবিত্র কুরআন শরীফ মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রচারিত হলে স্বভাবতই তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

পৌরহিত্যের অবসানের আশঙ্কা

কুরাইশরা কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ করতো বলে সর্বত্রই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন কা'বা যিয়ারত ও মূর্তির উপাসনা করতে আসতো। এতে কুরাইশদের বাণিজ্যের সুবিধা হতো। আর মূর্তিপূজা বন্ধ হলে তাদের পৌরহিত্যের অবসান হবে এ ভেবে রাসূলের বিরোধিতা করতো।

শিরকের বিরোধিতা

আরবে দীর্ঘকাল ধরে মূর্তিপূজা ও জড় পদার্থের পূজা চলে আসছিলো। নবী করিম (স) এ শিরকের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। তাই এতোদিন পর্যন্ত যে সকল মূর্তিকে তারা কল্যাণদাতা ও উপকারী হিসেবে মেনে এসেছে তার বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে কুরাইশদের বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা

আরব জাতির মধ্যে বিভিন্ন অনৈতিকতা, অরাজকতা, পরস্পর বিদ্বেষভাব, গোত্রে গোত্রে-যুদ্ধ, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বিরাজিত ছিল। তাই তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু মহানবী (স) ইসলামের প্রচার কাজ শুরু করার অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। আর তারা ছিল শক্ত প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধ। তাঁদের ওপর শত অত্যাচার করেও ঐক্যের ফাঁটল ধরানো সম্ভব হয়নি, তাই কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদের (স) বিরোধিতা শুরু করে।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কুরাইশদের বিরোধিতার অন্যতম কারণ। খ্রিস্টান রাজা আবরাহার কা'বা শরীফ আক্রমণের পর থেকে খ্রিস্টানদের সাথে মক্কাবাসীদের একটা বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে কুরাইশরা খ্রিস্টানদেরকে প্রতিপক্ষ হিসাবেই ভাবতে শুরু করে। এদিকে ইসলাম ধর্মের সাথে খ্রিস্টধর্মের অনেকাংশে মিল ছিল। যেমন- খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয়েই আহ্‌লে কিতাব। উভয়ের কিবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। এ জন্য কুরাইশরা মনে করেছিল মুহাম্মদ (স) হয়তো আমাদের শত্রু খ্রিস্টানদের ধর্মই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তারা মুসলমানদের বিরোধিতা করতো।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

রাসূলের জীবনাদর্শ ছিল ইহুদিদের স্বার্থের বিপরীত। তাই ইহুদিরা মুসলমানদের পদানত ও রাসূল (স) কে কোণঠাসা করতে সব ধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এমনকি ষড়যন্ত্রের কৌশল হিসেবে ইহুদিরা গোপনে কুরাইশদেরকে ইসলাম ও নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিতো।

সামাজিক কারণ

সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হলো ধনী-নির্ধন, স্বাধীন-পরাধীন, উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, সাদা-কালো সকলেই সমান। কেননা, মানুষ হিসেবে সবাই একই আদমের সন্তান। অতএব, বংশ মর্যাদা বা ধন-সম্পদের জন্য কেউ আলাদা সম্মান পেতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সোচ্চার কণ্ঠ বৈষম্যবাদী কুরাইশদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বলে মনে হতো। তাই কুরাইশরা নবীজীর (স) সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতো।

বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্য ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা

তৎকালীন সমাজে বংশ মর্যাদার জন্য সম্মান নির্ধারিত ছিল। বর্ণ-বৈষম্যের দরুণ সে সমাজে অশান্তি বিরাজ করতো। নবী করিম (স) বললেন, "নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত, যিনি বেশি আল্লাহ ভীরু"। কিন্তু কুরাইশরা তা মানতে অস্বীকার করে।

রাজনৈতিক কারণ

কা'বা শরীফের বদৌলতে সমগ্র আরবের নেতৃত্ব কুরাইশদের কুক্ষিগত ছিল। হজ্জের সময় সারা বিশ্বের মানুষ কা'বা শরীফে একত্রিত হতো। হাজীদের পানি পান করানো, কা'বার চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের তাঁবুর জায়গা নির্ধারণ ইত্যাদি সকল দায়িত্ব কুরাইশরাই পালন করতো। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উদ্বেগের সাথে লক্ষ করলো এভাবে ইসলামের শক্তি উত্থিত হলে, তাদের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। তাই উপায়ান্তর না দেখে তারা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

গোত্রীয় কলহ

কুরাইশদের বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া গোত্র বরাবর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। এক পক্ষের উন্নতি আরেক পক্ষ সহ্যই করতে পারতো না। হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন হাশিমী বংশীয়। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) আনীত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে উমাইয়া বংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে এ গোত্রের লোকেরা ইসলাম প্রচারে বাধা দিতো।

অর্থনৈতিক কারণ

কুরাইশরা কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। এ জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌র বংশের বলা হতো। হজ্জের মওসুমে তারা অনেক প্রকার আর্থিক সুবিধা ভোগ করতো। এ অর্থ উপার্জনই অনেকের আয়ের উৎস ছিল। যদি মুহাম্মদ (স) প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসে একমত হয়ে মানুষ একত্ববাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে কুরাইশদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য তারা ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)-এর বিরোধিতা করে।

নৈতিক কারণ

ইসলামে প্রচারিত নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ পৌত্তলিক কুরাইশদের প্রচলিত রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। লুণ্ঠন, অপহরণ, নারী নির্যাতন, কুসিদ গ্রহণ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া প্রভৃতি অপকর্মের সমালোচনা ইসলাম কঠোরভাবে করেছে। তাই কুরাইশরা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল।

অন্যায় কাজের বিরোধিতা

মুহাম্মদ (স) আরবে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সমাজে বিরাজিত অত্যাচার-অনাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, নরবলী, মদ্যপান, জুয়াখেলা, কুসিদ প্রথা, লুণ্ঠন ইত্যাদি পাপাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আরবরা তাই নবীজীর বিরোধিতা করত।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল মুহাম্মদ (স) কে গোটা বিশ্বের জন্য রহ্মত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর প্রচারিত সত্য ধর্মেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও উভয় জাহানের মুক্তির দিশা। এর বাস্তবতা নবীজী তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন। সমস্ত খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নবী ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও তাঁকে এতটুকু দমিয়ে রাখতে পারেনি; বরং ক্রমশ ইসলামের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি বেড়েই চলেছে। অবশেষে কুরাইশদের বাধাসহ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

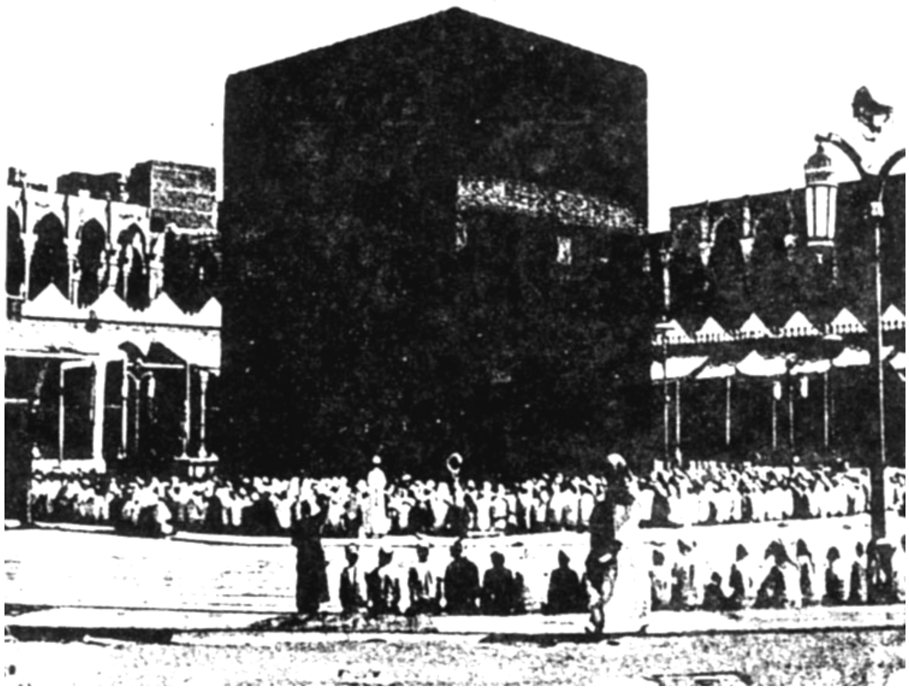

চিত্র- ৪ ঃ মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা শরীফ

সার-সংক্ষেপ
শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পূর্বে আরব জাতি চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। নরবলী, কন্যাসন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণ, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা সীমাহীন দেউলিয়াত্বের শিকার হয়েছিল। এমতাবস্থায় বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য সহজ সরল পথ দেখাতে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (স) কে আরব ভূমিতে প্রেরণ করেন। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় আরবের মানুষও হযরত মুহাম্মদের (স) বিরোধিতা করে। মুহাম্মদ (স) প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করলে কুরাইশদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। তারা সুপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের স্বার্থবিরোধী ধর্ম প্রচার বাহক মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতা করে। কিন্তু শত বাধার সত্ত্বেও মুহাম্মদ (স) তাঁর ধর্ম প্রচারে সফল হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কুরাইশদের বদ্ধমূল ধারণা ও বিশ্বাস ছিল নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী-
ক. মক্কা ও তায়েফের কোন নেতা
খ. কুরাইশদের কোন নেতা
খ. ইহুদীদের কোন নেতা
ঘ. খ্রিস্টানদের কোন নেতা।

২. আরববাসীদের নবীর বিরোধিতার অন্যতম কারণ-
ক. শিরকের বিরোধিতা
খ. কুফরের বিরোধিতা
গ. ধর্মের বিরোধিতা
ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য বিরোধিতা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশরা কেন বিরোধিতা করেছিলেন, তার ধর্মীয় কারণগুলো বর্ণনা করুন।
২. ইসলাম প্রচারে আরববাসীদের বিরোধিতার সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করুন।
৩. ইসলাম প্রচারে মক্কাবাসীদের বিরোধিতার নৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নির্ণয় করুন।

পাঠ ৫ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরত সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- কুরাইশ কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বয়কটের বিবরণ দিতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দুঃখের বছরের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তায়েফে ইসলাম প্রচার ও তায়েফ বাসীদের আচরণ বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মি'রাজ গমন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য ইবাদাত করতে দিত না। এমনকি কুরআনের একটি শব্দও তারা উচ্চারণ করতে দিত না। হযরত মুহাম্মদ (স) শিষ্যদের উপর কুরাইশদের চরম অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন। নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা) ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়ার নেতৃত্বে বারজন পুরুষ ও চার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য সর্বপ্রথম হিজরত করেন।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সদাশয়। তিনি নিপীড়িত মুসলিমদেরকে স্বাগত জানান এবং নিরাপদ আশ্রয় দেন। কুরাইশরা আবিসিনিয়া হতে মুসলিম দলটিকে ফিরিয়ে আনতে নাজ্জাশীর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠায়। কিন্তু সকল কথা শুনে বাদশাহ নাজ্জাশী কুরাইশদলকে ফিরিয়ে দেন এবং মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন।

দু'তিন মাস পর মক্কায় মুসলমানদের অবস্থা ভাল হয়েছে শুনে এ দলটি মক্কায় ফিরে আসেন। কুরাইশগণ এবার তাদের উপর আরও অধিক অমানুষিক নির্যাতন ও নির্মম অত্যাচার শুরু করে। হযরত মুহাম্মদ (স) পুনরায় ১৮ জন মহিলাসহ প্রায় ১০০ জন মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য বলেন। এটাই মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত নামে পরিচিত।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। এ হিজরতের ফলে ইসলাম ধর্ম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে বর্হিবিশ্বে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ আসে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও মাহাত্মবুঝতে পারেন। তিনি নিপীড়িত মুসলমানদের আশ্রয় দান করে মহানুভবতার পরিচয় দেন। পরবর্তী সময়ে বাদশাহ নাজ্জাশী খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (স) তাঁর গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন। এ হিজরতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয়। তা হল-

১. কোন অবস্থাতেই ইসলাম ত্যাগ না করে মুসলমানগণ সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে। মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত কুরাইশদের মনে সে ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল।

২. মুসলমানগণ ইসলামের জন্য যাবতীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত; এমনকি নিজের জন্মভূমি থেকে হিজরতকে তারা আশীর্বাদ বলে মনে করে।

৩. তাঁরা আরো বুঝতে পারে যে, কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বহির্বিশ্বে আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

৪. এ হিজরতই পরবর্তী বৃহত্তর হিজরতের অর্থাৎ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পথ উন্মুক্ত করে।

কুরাইশদের বয়কট

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে আরবের সেরা বীর হযরতের চাচা হামযাহ (রা) এবং শ্রেষ্ঠ বীর হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ দুইজন মহাবীরের ইসলাম গ্রহণকে কুরাইশরা ভাল চোখে দেখেনি। এভাবে ক্রমশ ইসলামের শক্তি দ্রুত বাড়তে দেখে কুরাইশরা দিক-বেদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশরা রাসূলের নিজ গোত্র হাশিম ও মুত্তালিব গোত্র এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে

সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করে। তারা ঘোষণা করে যতদিন পর্যন্ত না ঐ গোত্রদ্বয় মুহাম্মদ (স)কে স্বেচ্ছায় তাদের হাতে তুলে দেবে ততদিন পর্যন্ত বয়কট চলবে। তারা মুসলমানদের সাথে কথাবার্তা, ক্রয়-বিক্রয় বিয়ে-শাদী সবকিছু বন্ধ করে দেয়। ৬১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ (নবুওয়াতের ৭ম থেকে ১০ম খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত আবু লাহাব ছাড়া হাশিমী ও মুত্তালিব বংশের সকল লোক, হযরত মুহাম্মদ (স) ও মুসলমানগণ 'শিআবে আবু তালিব' নামক গিরি উপত্যকায় সমাজচ্যুত অবস্থায় সীমাহীন কষ্টের মধ্যে দিন কাটান। দীর্ঘদিন হযরত মুহাম্মদ (স)-সহ মুসলমানগণ চরম অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। এ সময়ে রাসূল (স) হজ্জের মৌসুমে দেশের বাইরের লোকদের কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরতেন, কুরাইশদের অন্যায়-আচরণ বুঝতে পেরে আরবের কয়েকজন হৃদয়বান ব্যক্তি হাশিমীদের প্রতি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। ফলে কুরাইশরা বয়কট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

রাসূলের দুঃখের বছর

কুরাইশদের বয়কট থেকে পরিত্রাণের পর হযরত মুহাম্মদ (স) প্রিয়জনদের হারিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। নবুওয়াতের দশম খ্রিস্টাব্দে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা) কে এবং তার পাঁচ সপ্তাহ পরে চাচা আবু তালিবকে চিরকালের জন্য হারালেন। হযরত খাদিজা জীবন সঙ্গিনী হিসেবে হযরতকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবত বিপদে-আপদে প্রেরণা দায়িনী শক্তি ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে হযরতের হৃদয় মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল। হযরতের চাচা আবু তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি; তবুও তিনি ছিলেন হযরতের আশ্রয় দাতা বা অভিভাবক। তাঁর অভাবেও হযরত ভেঙ্গে পড়েন। এই দুই জন পরম হিতৈষীকে হারিয়ে তিনি দারুণ ব্যথিত ও মর্মাহত হন। তাই এ বছরকে 'আমূল হুযন' বা 'দুঃখের বছর' বলা হয়।

তায়েফে হযরত মুহাম্মদ (স)

আবু তালিব ও খাদিজার (রা) মৃত্যুর ফলে কুরাইশরা রাসূলের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। মক্কার মাটিতে তিনি আর যেন টিকতেই পারছিলেন না। তাই তিনি স্থির করলেন মক্কার ৭০ মাইল দূরে তায়েফ বাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবেন। তায়েফবাসীদের সাথে কুরাইশদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। মহানবী (স) মক্কাবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে দুর্গম মরুপথ পার হয়ে পায়ে হেঁটে পালিত পুত্র যায়েদকে নিয়ে তায়েফে পৌঁছেন। তিনি তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সাধারণ লোকদেরকে ইসলামের বাণী শোনান। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান জানান। দীর্ঘ দশদিন পর্যন্ত তিনি ঘুরে ঘুরে ইসলামের আহবান জানাতে থাকেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কোনই কর্ণপাত করল না; বরং তারা হযরতের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছিল। অবশেষে তারা সন্ত্রাসী দুষ্ট যুবকদের লেলিয়ে দিল। তারা হযরতকে পাথরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলল। হযরত পাথরের আঘাতে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর জীবন-আশঙ্কা দেখা দিল। যায়েদ কোন রকমে হযরতকে নিয়ে মক্কার দিকে ফিরে আসলেন। মহানুভব দয়ার নবী তায়েফবাসীদের এহেন আচরণে তাদের প্রতি বদদোয়া করেন নি; বরং তাদের জন্য ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করেন।

মহানবী (স) মক্কায় প্রবেশ করা ঠিক হবেনা, বুঝতে পারলেন। তিনি আরবের হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব 'মুতইম ইবনে আদীর' আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মুতইম ইবনে আদীর সমর্থনে তিনি পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করেন এবং ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি এসময় সাধারণ জনসভায়, উকায মেলায়, যিল মোজাজের বাজারে এবং হজ্জের মৌসুমে সমাগত লোকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছাতে থাকেন। এ সময়ে হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা হযরত আয়েশা (রা) কে বিবাহ করেন। পরে তিনি বয়স্কা রমণী বিবি সওদাকে বিয়ে করে আশ্রয় দান করেন।

মিরাজ গমন

মহানবীর (স) মিরাজ মানব ইতিহাসের এক চির বিস্ময়কর ঘটনা। 'মিরাজ'-এর শাব্দিক অর্থ, উর্ধ্বগমন। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে ২৭ রজব রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য মক্কা হতে জেরুজালেম হয়ে বুরাকে আরোহন করে সাত আসমান পার হয়ে উর্ধ্বে গমন করেন। তিনি সশরীরে আল্লাহর সাক্ষাৎ পান। এ সময় তিনি ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ লাভ করেন। অমুসলমানগণ এবং যুক্তিবাদীরা (Ratinalist) সপ্তম আকাশে তাঁর সশরীরে আরোহন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু মুসলমানগণ মহানবী (স) এর এই মিরাজ গমনকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। মিরাজ ইসলামের ইতিহাসে যেমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

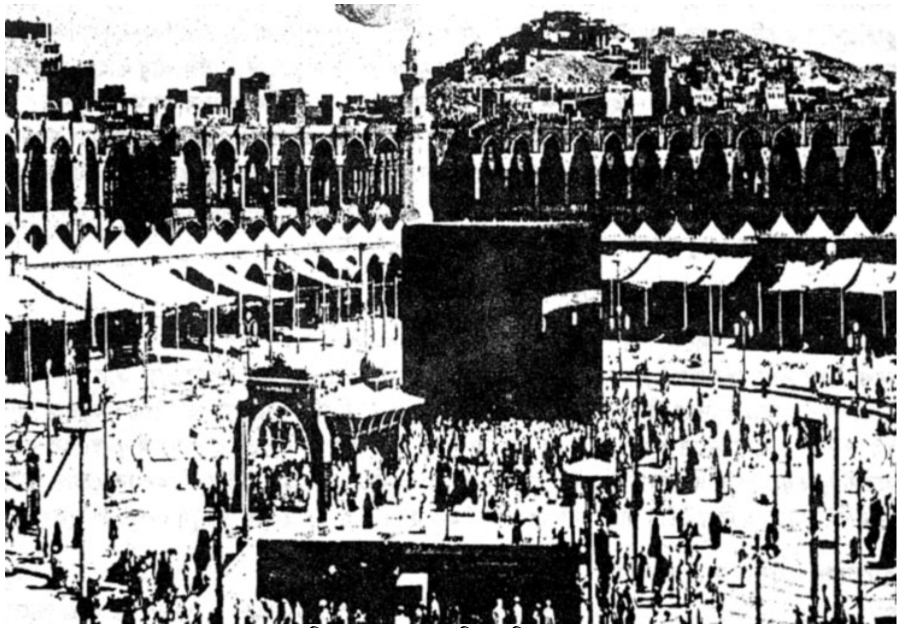

চিত্র- ৫ ঃ মক্কায় অবস্থিত পবিত্র হেরেম

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কুরাইশদের অত্যাচার থেকে শিষ্যদের বাঁচানোর জন্য রাসূল (স) প্রথম রাজনৈতিক আশ্রয়ের হিজরত করতে বলেন-

ক. আবিসিনিয়ায় খ. সিরিয়ায়

খ. জেরুজালেম ঘ. মদিনায়

২. কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর হাশিমী ও মুত্তালিব গোত্রকে সমাজচ্যুত করে রাখে-

ক. তিন বছর খ. পাঁচ বছর

গ. সাত বছর ঘ. এক বছর।

৩. নবুওয়াতের দশম বছরে স্ত্রী খদিজা (রা) ও চাচা আবু তালিব এর মৃত্যু বছরকে অভিহিত করা হয়-

ক. 'আমুল হযুন' বা 'দুঃখের বছর' বলে খ. আমুল ফিল, বা হাতির বছর বলে

গ. আমুল হজ্জ্ব বা হজ্জ্বের বছর বলে ঘ. আমুল ঈদ বা আনন্দের বছর বলে।

৪. তায়েফবাসীরা হযরত মুহাম্মদের (স) সাথে-

ক. খুব ভাল ব্যবহার করেছিল খ. তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিল

গ. তাঁকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ঘ. তাঁকে মেরে ফেলেছিল।

৫. নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে মহানবী (সা) জীবনের চির-বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে-

ক. শবেকদর খ. মি'রাজ

গ. শবে বরাত ঘ. হিজরাত

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কেন শিষ্যদেরকে আবিসিনিয়া হিজরত করতে বলেন? এ হিজরতের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

২. হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন কুরাইশরা বয়কট করে? এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৩. হযরত মুহাম্মদ (স) তায়েফ কেন গেলেন? তায়েফবাসীরা তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছিল?

৪. মি'রাজ কি? মি'রাজের ঘটনা সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ ৬ আকাবার শপথ ও তার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আকাবার শপথ বর্ণনা করতে পারবেন
- আকাবার শপথ কতবার হয়েছিল তা বলতে পারবেন
- ইসলামের প্রচারে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আকাবার শপথ যে হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আকাবার শপথ বা বাইয়তে আকাবা ইসলামের ইতিহাসে তথা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। রাসূল (স)-এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন বিরূপ, অধিকাংশ কুরাইশ যখন তাঁর উপর ক্ষুব্ধ, সহযোগিতার সকল পথ যখন রুদ্ধ, ঠিক তখন বাইয়াতে আকাবার সূত্র ধরে রাসূল (রা) ইসলাম প্রচারের এক অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেলেন।

বাইয়াতে আকাবার প্রেক্ষাপট ঃ ইসলামের চরম দুর্দিনে আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। কুরাইশদের চরম নির্যাতনে মক্কার প্রায় চল্লিশটি মুসলিম পরিবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ সময় রাসূল (রা) চরম অসহায়ত্ব বোধ করেন। কুরাইশদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করছিল। নির্যাতিত রাসূল (স) স্বয়ং হিজরতের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ঠিক এমনি সময় মদিনাবাসী কতিপয় ইসলাম প্রেমিক এবং রাসূল (স)-এর ভালোবাসায় উৎসর্গকৃত ব্যক্তি ইসলাম ও রাসূলের সার্বিক সহায়তার শপথ করতে এগিয়ে আসেন। মক্কার অদূরে আকাবা নামক উপত্যকায় এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য একে 'আকাবার শপথ' বলে।
মোট তিনবার আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১. আকাবার প্রথম শপথঃ
নবুওয়াতের দশম বছরে (৬২০ খ্রিস্টাব্দ) আকাবার প্রথম শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিবের (মদিনা) খাজরায গোত্রের কতিপয় লোক মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম এবং মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত দাবি ইত্যাদি প্রসঙ্গে খবর শুনতে পায়। তারা এ ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করে এবং আকাবা নামক স্থানে বসে তারা ছয়জন এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন সময় রাসূল (স) তাদের নিকট এসে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআনের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান।

তারা ইতঃপূর্বে মদিনার ইহুদীদের নিকট মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে শুনেছিল, এক্ষণে তাঁর সাক্ষাত পেয়ে পরস্পরের দিকে তাকায় এবং বলতে থাকে, ইহুদীরা যেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে মর্যাদাবান না হতে পারে। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। ইতিহাসে একেই আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়।

২. আকাবার দ্বিতীয় শপথ ঃ
নবুওয়াতের একাদশ বছরে (৬২১ খ্রিস্টাব্দ) আউস ও খাজরায গোত্রের মোট বারজন (মদিনাবাসী) পূর্বকথিত আকাবা নামক স্থানে সমবেত হয়। তাঁরা রাসূলের সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এটাই আকাবার দ্বিতীয় শপথ। এ সময় তাঁদের আবেদন অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূল (সা) 'আমর ইবন মাকতুম' এবং 'মাসআব (রা)-কে তাঁদের সাথে মদিনায় পাঠান'।

৩. আকাবার তৃতীয় শপথঃ
পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর মদিনার ৭৩ জন নর-নারী ইসলাম কুবল করে রাসূলের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য মক্কায় আগমন করেন। পূর্বোক্ত আকাবা নামক স্থানে তারা রাসূলের হাতে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করলেন যে, আমরা আপনার ও ইসলামের হিফাযতের জন্য এভাবে জীবন উৎসর্গ করব, যেভাবে নিজ পরিবার-পরিজন এবং ইজ্জতের জন্য করে থাকি। এটাই আকাবার তৃতীয় ও সর্বশেষ শপথ। এর পরবর্তী বছর রাসূল মদিনায় হিজরত করেন।
আকাবার শপথের ধারাসমূহ ঃ মদিনাবাসী আকাবা প্রান্তরে যে মর্মে শপথ গ্রহণ করেছিল তার মূল ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ-

১. আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করব, তাকে ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে আল্লাহ বলে স্বীকার করব না। কাউকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করব না।
২. চুরি, ডাকাতি বা পরের স্বত্ব অপহরণ করব না।
৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।
৪. কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলীদান করব না।
৫. কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না, বা কারো চরিত্রের প্রতি অপবাদ আরোপ করব না।
৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে রাসূলের (সা) অনুগত থাকব। কোন অবস্থাতেই কোন ন্যায় কাজে অবাধ্য হব না।

এছাড়াও তাঁরা রাসূল (স) ও তাঁর সাথীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

আকাবার শপথের গুরুত্ব

রাসূলের জীবনের একমাত্র মিশন ছিল ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ভিত মূলত রচিত হয়েছিল আকাবার শপথের মধ্য দিয়ে। নীচে এর গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হল ঃ

ক. ইসলাম প্রসারের সম্ভাবনা ঃ আকাবা শপথের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসার লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মক্কাবাসীদের চরম প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতনের মর্মান্তিক অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

খ. ইসলামের দ্রুত প্রসার ঃ আকাবার শপথের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (রা) মদিনায় ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করেন। রাসূলের (স) পাঠানো প্রতিনিধির ভূমিকায় মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

গ. নির্যাতিত মুসলমানদের আশ্রয়স্থল ঃ মক্কার নির্যাতিত মুসলিম সমাজের জন্য নিরাপদ একটি আশ্রয় গড়ে ওঠে। আকাবার শপথের মাধ্যমে মুসলিম মদিনাবাসীরা মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে নির্যাতনের সম্মুখীন মুসলমানরা নিরাপদ আশ্রয় স্থল রূপে মদিনাকে গ্রহণ করে।

ঘ. ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (স) নিরাপদে ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাননি। আকাবার শপথের মাধ্যমে নিরাপদে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মদিনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে ইসলাম বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

ঙ. ইসলামের আদর্শিক বিজয় ঃ আকাবা শপথ ছিল ইসলামের আদর্শিক বিজয়। জাহিলিয়াতের ঘোর তমসায় ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলায় আকাবা শপথ ছিল মদিনাবাসীদের জন্য সাহসী পদক্ষেপ।

চ. হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ ঃ আকাবা ছিল রাসূল (স) কর্তৃক মদিনায় হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ। এ শপথে অংশ গ্রহণকারীরা রাসূল (স)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এবং তার সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এদিকে মক্কাবাসীদের নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে রাসূল মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হিজরত করেন।

ছ. বিজয়ের সূচনাঃ ইসলামের বিজয় অভিযানের সূচনা হয় আকাবা শপথের পর থেকে। এ শপথের মাধ্যমে মদিনাবাসী ইসলামের সার্বিক স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার দীপ্ত শপথ ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিকরা এ শপথকে ইসলামের বিজয় অভিযানের মাইল ফলক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সার-সংক্ষেপ
মক্কায় ইসলাম প্রচারের কথা মদিনায় বিভিন্ন উপায়ে এসে পৌঁছতে থাকে। অতঃপর ১০ম বছরে মদিনা হতে ১২ জন লোকের একটি দল নবীর (স) সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরের বছর হেরা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে 'আকাবায় ১২জন মদিনাবাসী বাইয়াত গ্রহণ করেন। তার পরের বছরও ৭৩জন 'আকাবায় শপথ গ্রহণ করেন। এ শপথকে 'আকাবার শপথ' বলা হয়। মূলত এ শপথের মাধ্যমেই মদিনায় হিজরতের পথ সুগম হয়। ইসলামের ইতিহাসে বাইয়াতে আকাবার গুরুত্ব অপরিসীম। মক্কায় নিগৃহীত মহানবী তাঁর মিশনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য একটা মজবুত ঘাঁটি লাভ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আকাবার প্রথম শপথে অংশগ্রহণকারী মদিনাবাসীর সংখ্যা-
ক. ছয়জন খ. বারজন
খ. তেহাত্তর জন ঘ. বাহাত্তর জন

২. নবুওয়াতের একাদশ বছরে ৬২১ খ্রিস্টাব্দে ১২ জন মদিনা বাসীর শপথ ছিল-
ক. আকাবার প্রথম শপথ খ. আকাবার দ্বিতীয় শপথ
গ. আকাবার তৃতীয় শপথ ঘ. আকাবার শেষ শপথ

৩. যে শপথের পরের বছর হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনায় হিজরত করেন-
ক. আকাবার প্রথম শপথের খ. আকাবার দ্বিতীয় শপথের
গ. আকাবার তৃতীয় শপথের ঘ. সাহাবীদের শপথের

৪. যে ঘটনাকে বলা হয় "হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ"-
ক. আকাবার শপথ খ. আবিসিনিয়ার হিজরাত
গ. মক্কা বিজয় ঘ. মি'রাজের ঘটনা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আকাবার শপথ কি? আকাবায় কতবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়?
২. আকাবার দ্বিতীয় শপথ উল্লেখ করুন।
৩. আকাবার তৃতীয় শপথের বিবরণ দিন।
৪. আকাবা শপথের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে নির্ণয় করুন।

পাঠ ৭ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং হিজরত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) কে কুরাইশরা যে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার বিবরণ দিতে পারবেন
- হিজরতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন
- হিজরতের ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

মক্কায় ইসলাম বিরোধী শক্তি হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর শিষ্যদের উপর সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন - নিপীড়ন চালায়, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। নানা রকম প্রলোভন দেখায়। কিন্তু ইসলাম প্রচার থেকে তাঁদের বিরত রাখতে পারল না। দিনে দিনে ইসলামের শক্তি বেড়েই চলল। ওদিকে মক্কার বাইরে মদিনাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরতের শিষ্যদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে। তাঁকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এসব কিছু দেখে কুরাইশরা মরিয়া হয়ে উঠল। তারা 'দারুন নাদওয়া' নামক মন্ত্রণা সভায় মিলিত হল। সকল গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এ সভায় সমবেত হল। আবু জাহল প্রস্তাব করল সকল গোত্রের লোকেরা মিলিতভাবে মুহাম্মদ (স) কে একযোগে হত্যা করবে। তা হলে বনু হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকেরা এর প্রতিশোধ নিতে পারবে না। ইতোমধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কার পরিস্থিতি নাজুক দেখে তাঁর শিষ্যদের একে একে মদিনায় হিজরাত করতে নির্দেশ দেন। আবিসিনিয়া হতে ফিরে আসা ২০০ জন মুসলমান এবং মক্কার সকল মুসলমানদেরকে যে যেভাবে পারে সবাইকে মদিনায় হিজরাত কারা বলেন। তিনি নিজে এবং হযরত আবু বকর ও আলী (র) মক্কায় রয়ে গেলেন। তাঁরাও সুযোগ মত মদিনায় পাড়ি দেয়ার অপেক্ষায় রইলেন।

এদিকে অমুসলিমরা রাসূলকে হত্যার দিন-ক্ষণ ঠিক করল। রাসূল (রা) তাদের এ ষড়যন্ত্র জানতে পারেন। অপর দিকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ পান। তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যে রাতে অমুসলিমরা রাসূলের বাসভবন ঘেরাও করেছিল, সে রাতেই তাদের অলক্ষে নিজের বিছানায় হযরত আলীকে (রা) শুইয়ে রেখে বের হয়ে পড়েন। মক্কা হতে মদিনার দূরত্ব ছিল প্রায় ২৫০ মাইল। রাসূল (স) ঐ রাতেই বেশি দূর যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন না, তাই তারা তিন দিন তিন রাত মক্কার অদূরে 'সওর' নামক পাহাড়ের একটি নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। কুরাইশরা হযরতকে গৃহে না পেয়ে তাঁর পেছনে ছুটলেন। কিন্তু তারা কোথাও তাঁকে পেলেন না। হযরত তিন দিন উক্ত গুহায় অবস্থানের পর চতুর্থ দিনে সেখান থেকে বের হয়ে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ রেখে অতি সাবধানে ভিন্ন পথে মদিনার দিকে চলতে থাকেন।

যাত্রা পথে প্রিয় জন্মভূমির পানে তাকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে গভীর মমতায় তিনি বললেন- "মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার কোলে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়ে তোমায় ছেড়ে চললাম। বিদায়!"

এদিকে কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (স) কে না পেয়ে ঘোষণা দিল "মুহাম্মদ বা আবু বকরকে যে ব্যক্তি বন্দী করে আনতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে'। পুরস্কারের আশায় তাঁদেরকে ধরার জন্য অনেকেই তাঁদের পেছনে ছুটলো। হযরত পথের মধ্যে বেশ কয়েকজনের থেকে বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবার মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে এসে পৌঁছেন। এর তিন দিনের মধ্যেই হযরত আলী (রা) ও কুবায় এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। হযরত কুবায় চার দিন অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নবুওয়াতের পর রাসূলের হাতে নির্মিত এটাই প্রথম মসজিদ। তারপর ২৭শে সেপ্টেম্বর ১২ই বরিউল আউয়াল শুক্রবার মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হন। মদিনাবাসী তাঁকে বিপুল উৎসাহে সাদরে গ্রহণ করেন।

মদিনায় নানা গোত্র নানা দল। সবাই প্রিয়নবীকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে চাইল। হযরত ঘোষণা করলেন, আমার উট যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, সেখানেই আমি অবস্থান করব। দেখা গেল রাসূলের বহনকারী কাসোয়া নামক উটটি বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় এসে ইয়াতীম দু'সহোদর সহল ও সুহাইলের জায়গায় হাঁটু গেড়ে

বসে পড়ল। হযরত জায়গাটি কিনে সেখানে মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। আর তিনি তার পাশে আবু আইয়ুব আনসারীর বাসভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

হিজরত

নবুওয়াতের ১৩তম বছরে হিজরতের ঘটনা ঘটে। সে সময় মহানবীর (স) বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মক্কা থেকে মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এ সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে ইতিহাসে হিজরাত বলা হয়। তাঁর এ হিজরাতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ বছর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) চান্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররমের প্রথম দিন (১৬ জুলাই) থেকে হিজরি খ্রিস্টাব্দের প্রবর্তন করেন।

সার-সংক্ষেপ
মক্কার কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারল না। শত নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে এবং তাঁর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করতে পারল না। তাই তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। 'দারুন নদওয়ার' সাধারণ সভায় তারা একযোগে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের এ সিদ্ধান্ত জানতে পারেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে মদিনায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। আর তিনিও আল্লাহর আদেশ পেয়ে সুযোগ বুঝে মদিনায় চলে যান। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। একেই হিজরাত বলে। এ ঘটনাকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত মুহম্মদ (স)-কে হত্যা করার প্রস্তাব দেয়-
ক. আবু জাহল খ. হযরত উমর
গ. আবু সুফিয়ান ঘ. আবু লাহাব।

২. হিজরতের পথে তিন দিন সাবধানতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) ও আবু বকর (রা) লুকিয়ে ছিলেন-
ক. হিরা পর্বতের গুহায় খ. উহুদ পাহাড়ের গুহায়
গ. 'সত্তর' পাহাড়ের গুহা ঘ. কুবাসা পাহাড়ের গুহায়।

৩. নবুওয়াতের পর হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন-
ক. মদিনার মসজিদেনবী খ. মদিনার কোবা পল্লীতে
গ. মক্কার মসজিদে হারাম ঘ. জেরুজালেমের মসজিদে আকরাম

৪. হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন-
ক. সাহাবী সাদ (রা) এর খ. সাহল ওসুহাইনের (রা)
গ. আবু আইউব আনসারীর (রা) ঘ. খাজরায বংশে

৫. হিজরি সন প্রবর্তন করেন-
ক. হযরত মুহাম্মদ (স) খ. হযরত আবু বকর (রা)
গ. হযরত উমর (রা) ঘ. হযরত আলী (রা)

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদের (স) হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনাবলী বর্ণনা করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স) এর হিজরাতের বিবরণ দিন।
৩. হিজরত কি? কে হিজরি সন প্রবর্তন করেন?

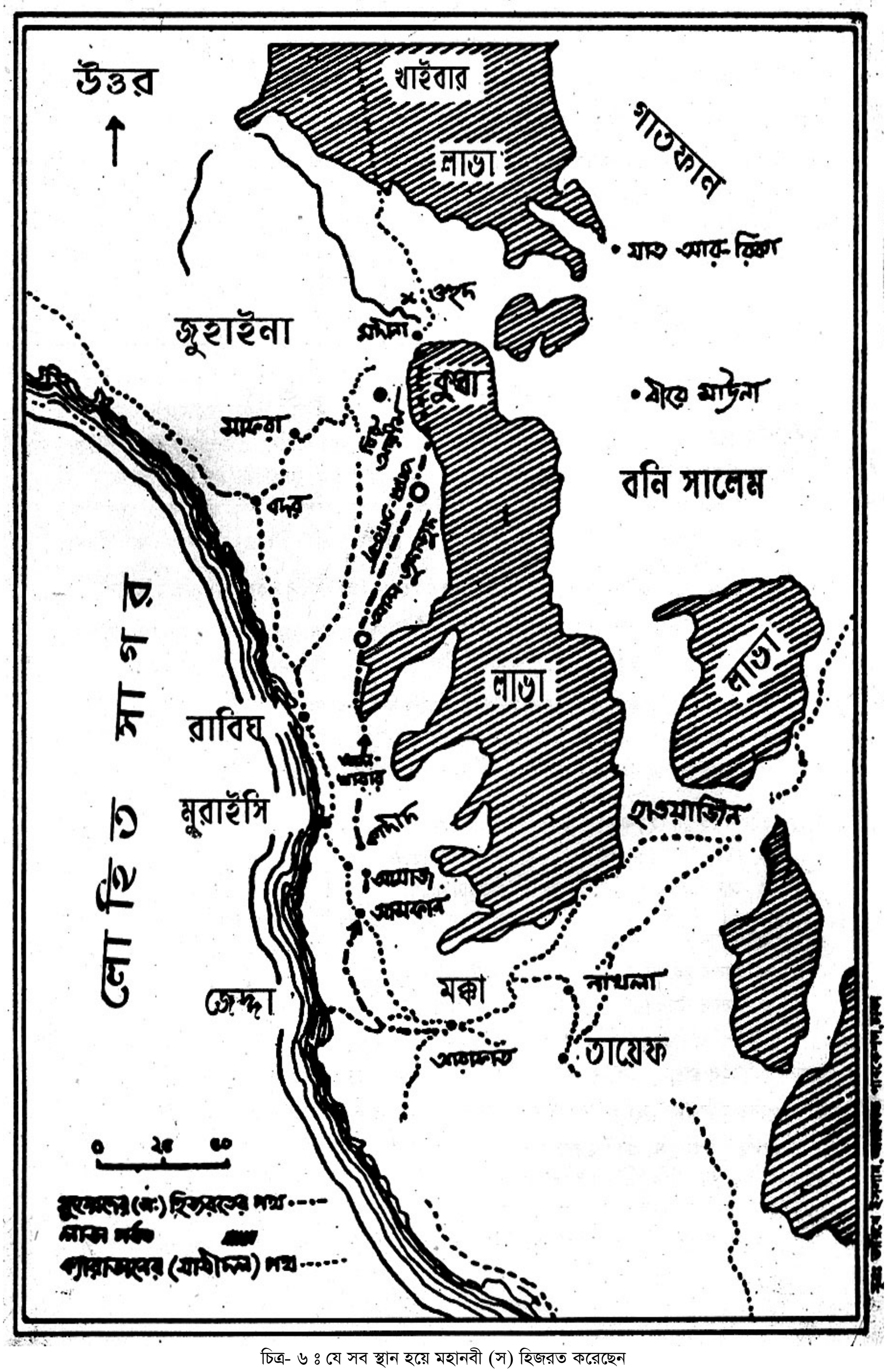

চিত্র- ৬ ঃ যে সব স্থান হয়ে মহানবী (স) হিজরত করেছেন

পাঠ ৮ হযরত মুহাম্মদ (স) এর মদিনায় হিজরতের কারণ ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) এর মদিনায় হিজরতের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মদিনায় হিজরাতের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত লাভের দীর্ঘ ১৩ বছর পর তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত করেন। শুধু নির্যাতন ও মরণের ভয়ে যে তিনি প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন তা নয়। কেননা, নির্যাতন ও মরণের ভয় মহামানবগণ কখনো করতেন না। সত্যের আহবান ও কর্তব্যের ডাকেই তাঁকে হিজরাত করতে হয়েছিল। আর এ মক্কা ত্যাগ একটি সামান্য ঘটনা বলে মনে করলে ভুল হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ হিজরাতের গুরুত্ব অতুলনীয়। কারণ ঐতিহাসিকগণ হিজরতের যে সব কারণ চিহ্নিত করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

মক্কার তুলনায় মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ পাওয়া গিয়েছিল। কারণ মক্কার আবহাওয়া ও প্রকৃতি ছিল চরমভাবাপন্ন ও রুক্ষ। আর তাই এখানকার অধিবাসীরাও ছিল একগুঁয়ে, নিষ্ঠুর ও উগ্র। অপরদিকে ছায়াবিথি ঘেরা মদিনার শ্যামল প্রকৃতির প্রভাবে সেখানকার মানুষ ছিল নম্র, দয়ালু, চিন্তাশীল, রুচিশীল, সংস্কৃতিবান ও পরোপকারী। মহানবীর (স) প্রচারিত বাণী তারা সহজেই উপলব্ধি করে এবং গ্রহণ করে। তারা মহানবী (স)-কে তাদের মাঝে চলে যেতে আমন্ত্রণ জানায়। তাই তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

২. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

সর্বযুগে সর্বস্থানেই দেখা যায় যে, মহাপুরুষগণ নিজ দেশেই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নবীর বেলায়ও দেখা যায় স্বদেশবাসীর বিরোধিতা, অপরদিকে দূর মদিনাবাসীর সহযোগিতা। নিম্নে হিজরতের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো উল্লেখ করা হল।

ক. ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদের (স) আপোসহীন একত্ববাদের অমর বাণী জড়বাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশদের আচরিত মিথ্যা ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। তাই তারা মহানবীর (স) ওপর রুষ্ট হয় এবং তাঁর বিরোধিতা করে।

খ. পুরোহিতদের দম্ভ ঃ কায়েমী স্বার্থবাদী পুরোহিত শ্রেণী ও অভিজাত কুরাইশরা ভাবল ইসলামের জয় হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা রাসূলের (স) বিরোধিতা করতে লাগল। পক্ষান্তরে মদিনায় এ শ্রেণীর তৎপরতা ছিল না।

গ. কৌলিণ্য ও আভিজাত্য ঃ আরবীয় উগ্র আভিজাত্য ও কৌলিণ্য প্রথা রক্ষণশীল কুরাইশদের মধ্যে এরূপ মজ্জাগত ছিল যে, ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণীর মুখে তা ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম হলে তারা দিশেহারা হয়ে রাসূলকে (স) নির্মূল করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে কারণেও হিজরত করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ঘ. স্বার্থবাদী সংঘাত ঃ ইসলামের নির্মল, নিষ্কলুষ, সহজ সুন্দর বাণী বিভিন্ন পাপাচার, ব্যভিচার, সুদ, মদ, জুয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত কুরাইশরা সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই স্বার্থবাদী সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর নবীকে তারা সহ্য করতে না পেরে বিরোধিতায় লেগে যায়। তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরত করতে বাধ্য হন।

ঙ. মদিনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ কা'বা গৃহ তীর্থস্থান হলেও আরবের মধ্যে মদিনাতেই আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। ইহুদী খ্রিস্টানদের বসবাসের ফলে মদিনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

চ. আউস ও খাযরাজ গোত্রের আহবান ঃ মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি ছিল বিবদমান। তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বুয়াসের যুদ্ধ চলছিল কয়েক যুগ ধরে। তাঁদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে পারে এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধান করছিল তারা। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদের (স)-এর মাঝে এ কাঙ্ক্ষিত গুণ খুঁজে পায়। তাঁকে সাদরে বরণ করার আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রসঙ্গে এস ওয়াটের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন 'হিজরতের মাধ্যম মুহাম্মদকে (স) মদিনাবাসী ধর্মের দিক দিয়ে নবী হিসেবে এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।"

ছ. আল-আকাবার শপথ ঃ মদিনাবাসীরা হজ্জের সময় এসে আকাবা নামক স্থানে তিনবার শপথ গ্রহণ করে। যার ফলে মদিনায় হিজরত করার পথ উন্মুক্ত হয়।

৩. আত্মিক কারণ

বৈবাহিক প্রীতির বন্ধনের দিক দিয়ে মদিনাবাসীগণ মহানবীর (স) আত্মীয় ছিল। তাঁর প্রপিতামহ হাশিম এবং তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মদিনাতেই বিয়ে করেছিলেন। এ আত্মিক সম্পর্কের কারণে মদিনাবাসী মহানবীর (স) প্রতি ছিল সহৃদয় ও আন্তরিক। সুতরাং মদিনায় শান্তি পাবেন মহানবী (স) এ ধারণা ছিল।

৪. ধর্মীয় কারণ

মহানবী (স) সাহাবী মুস্আবকে ইসলাম প্রচারের জন্য মদিনায় পাঠান। তার প্রচার কার্যের ফলে মদিনা বাসীরা ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এ তথ্য জানতে পেরে হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৫. প্রত্যক্ষ কারণ

আবূ তালিব ও খাদিজার অবর্তমানে কুরাইশরা মহানবীর (স) ওপর নির্যাতনের মাত্রা খুবই বাড়িয়ে দেয়। মক্কায় থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। কুরাইশরা ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য রাসূল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

সর্বোপরি মহানবী (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে মদিনায় হিজরত করার জন্য ওহী বা প্রত্যাদেশ পান। তখন তিনি হিজরাতের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন।

হিজরাতের ফলাফল ও গুরুত্ব

মহানবী হযরত মুহাম্মদের (স)-এর হিজরত একটি দেশত্যাগের সামান্য ঘটনাই নয়। ইসলামের ইতিহাসে এর ফলাফল ও গুরুত্ব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী।

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঃ হিজরতের পর মদিনাতে ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। মদিনা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ মদিনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের ফলে সেখানে একটি রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটে মদিনায়। মদিনার সনদ রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। ফলে মদিনা রাষ্ট্রটি একটি বৃহত্তর ইসলামী সমাজে পরিণত হয়। আর তা পরবর্তীকালে এক বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের সূচনা করে।

৩. সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ মদিনায় হিজরতের ফলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন। সমাজের যাবতীয় অনাচার দূর করে ইসলামের ছাঁচে সমাজকে ঢেলে সাজান। বিবাহ, তালাক, দাসত্ব প্রথা, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইন-কানুন, সমাজ-সংগঠন সকল ক্ষেত্রে তিনি ইসলামী আইন প্রবর্তন করতে সক্ষম হন।

৪. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঃ মক্কায় ইসলাম ছিল গণ্ডিবদ্ধ বহু বাধার সম্মুখীন। আর মদিনাতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সগৌরবে প্রচারিত হতে থাকে। মদিনা থেকে তিনি ইসলামের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দূত মারফত প্রচার আরম্ভ করেন। ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচয় ও বিস্তার লাভ করতে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ মক্কাতে মুসলমানদের জান-মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মদিনাতে এসে মহানবী (স) অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার প্রয়াস পান।

৬. শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরত শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লব এনে দেয়। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের দিকে মন দিতে পারেন। ফলে মুসলিমগণ একটি সর্বকালের উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয়। ইয়াসরিব নাম ক্রমে 'মদিনাতুন্নবী' বা নবীর শহর হিসেবে পরিচিত হয়।

৭. সামরিক ক্ষেত্রে ঃ মক্কাতে ইসলাম ও মুসলিমরা ছিল নিগৃহীত। আর মদিনা অপরাজেয় সামরিক কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। সামরিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয় ইসলাম ও মুসলিম বাহিনী।

৮. মাদানি জীবনের সূচনা ঃ পি, কে, হিট্টি বলেন "হিজরতের ফলে হযরত মুহাম্মদের (স) মাক্কী জীবনের অবসান হয়। আর সূচনা হয় মাদানী জীবনের।" আর হিজরত তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। অবমাননা

অত্যাচার ও নিরাশার দিনগুলো শেষ হয়ে বিনয়ের যুগ আরম্ভ হয়। এতদিন ধরে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কায় তাঁর দেশবাসী কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়ে আসছিলেন। কিন্তু মদিনায় তিনি অতীব সম্মানিত অতিথিরূপে সংবর্ধিত হলেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক হলেন। মক্কাতে ইসলাম শুধু একটি ধর্মই ছিল, কিন্তু মদিনাতে তা ধর্ম ও রাষ্ট্র পদ্ধতি হিসেবে বাস্তবায়িত হল। পি. কে হিট্টি বলেন, হযরতের ভেতরের দ্রষ্টা তাঁর জীবনের পটভূমিকায় স্থিতি লাভ করল আর জেগে উঠল রাজনীতির বাস্তব মানব।"

৯. নতুন মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ঃ হিজরতের ফলে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বেড়ে যায়। এমনকি রাসূলের (স) নেতৃত্বেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন হওয়া দেখে নও মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়।

১০. রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর ধর্ম প্রচারক থেকে একজন রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদাও লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

মক্কাবাসীরা মহানবীকে (স) হত্যার হীন ষড়যন্ত্র করে। অমানুষিক অত্যাচার, নির্মম নিষ্ঠুর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মহানবী (স) জন্মভূমি মক্কার মায়া কাটিয়ে মদিনায় হিজরাত করতে বাধ্য হন। এ হিজরতের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। মদিনায় আগমনের ফলে মহানবী (স) একজন বাস্তববাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পি,কে হিট্টির ভাষায়- সত্যি এ হিজরত ছিল রাসূলুল্লাহর (স) জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা। এ হিজরতের পরই মহানবী (স) সত্যিকারভাবে ইসলামের বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

ইসলামের ইতিহাসে হিজরাত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে মহানবীর (স) মক্কা জীবনের অবসান এবং মাদানি জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। মহানবী (স) আবির্ভূত হন মহান রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিক, সংস্কারক হিসেবে। আর ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব সূচনা করতে সক্ষম হয়। হিজরতের এ অপরিসীম গুরুত্বের কথা বহু মনীষী বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) নবুওয়াত লাভের কত বছর পর মদিনায় হিজরত করেন?
ক. ৪০ বছর পর খ. ১৩ বছর পর
গ. ৬৩ বছর পর ঘ. ২৩ বছর পর

২. বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলের (স) যে দুই পূর্ব পুরুষ মদিনাবাসীর আত্মীয়, তাঁরা হচ্ছেন-
ক. আবদুল মুত্তালিব ও আবু তালিব
খ. হাশিম ও আবদুল্লাহ
গ. আবু বকর ও উমর
ঘ. আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ান।

৩. ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হয়-
ক. মক্কায় খ. স্পেনে
গ. বাগদাদ ঘ. মদিনায়

৫. হিজরাতের আগে মদিনার পূর্ব নাম ছিল-
ক. তায়েফ খ. আকাবা
গ. ইয়াসরিবঘ. মদিনাতুনন্নবী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর মদিনায় হিজরতের প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্বিক কারণগুলো উল্লেখ করুন।
২. মদিনায় হিজরতের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণ নির্ণয় করুন।
৩. হিজরতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন করুন।
৪. ইসলামের ইতিহাসে হিজরত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা, বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রাথমিক জীবনের বিবরণ দিন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াত লাভের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স) এর মক্কায় ইসলাম প্রচার ও নির্যাতন ভোগ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৫. আকাবার শপথ কি? এ শপথের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।
৬. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও হিজরতের বিবরণ দিন।
৭. হযরত মুহাম্মদ (স) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কারণ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ২.১ ঃ	১.ক	২.গ	৩.গ	৪.ক	৫.ক	
পাঠ ২.২ ঃ	১.ক	২.গ	৩.ঘ	৪.গ	৫.ক	৬.খ
পাঠ ২.৩ ঃ	১.ক	২.ঘ	৩.খ	৪.ক	৫.গ	
পাঠ ২.৪ ঃ	১.ক	২.খ				
পাঠ ২.৫ ঃ	১.ক	২.ক	৩.ক	৪.গ	৫.গ	
পাঠ ২.৬ ঃ	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ক		
পাঠ ২.৭ ঃ	১.ক	২.গ	৩.খ	৪.গ	৫.গ	
পাঠ ২.৮ ঃ	১.খ	২.খ	৩.খ	৪.গ		